দৈনিক
ইত্তেফাক

1 AUG 2017

একই তারিখে রাবি ও চবি'র ভর্তি পরীক্ষা

বিপাকে শিক্ষার্থীরা

■ চবি সংবাদদাতা

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০১৭-১৮ শিক্ষাবর্ষের ভর্তি পরীক্ষার সময় নির্ধারণ হয়েছে একই তারিখে। যাতে চট্টগ্রামের শিক্ষার্থীরা রাজশাহী ও রাজশাহীর শিক্ষার্থীরা চট্টগ্রামে আসতে না পারে সে জন্য ইচ্ছে করে একই সময়ে ভর্তি পরীক্ষায় সময় নির্ধারণ করেছে দুটি বিশ্ববিদ্যালয়। এমনটি অভিযোগ করছেন দুই বিশ্ববিদ্যালয়ের একাধিক শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা। তারা বলছেন, আঞ্চলিক শিক্ষার্থীকে টিকিয়ে রাখতে এমন সিদ্ধান্ত নিয়েছে চবি ও রাবি প্রশাসন। ফলে বিপাকে পড়তে যাচ্ছেন লক্ষাধিক ভর্তিচ্ছু শিক্ষার্থী। তবে রাবি কর্তৃপক্ষ বলছে- 'চবি কর্তৃপক্ষের একগুঁয়েমি ও কাণ্ডজ্ঞানহীন সিদ্ধান্তে এমন সমস্যা সৃষ্টি হয়। অন্যদিকে চবি কর্তৃপক্ষ বলছে রাবি প্রশাসনের ইচ্ছার কারণে এই সমস্যা হয়। জানা যায়, গত দুই বছরের মতো এবারও পৃষ্ঠা ২ কলাম ১

একই তারিখে রাবি ও

২০ পৃষ্ঠার পর

দেশের শীর্ষ দুটি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় একই সময়ে ভর্তি পরীক্ষা গ্রহণের তারিখ ঘোষণা করেছে। ২০১৬-১৭ শিক্ষাবর্ষে রাবিতে ২৪ থেকে ২৭ অক্টোবর এবং চবিতে ২৩ থেকে ৩১ অক্টোবর ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। এর আগে ২০১৫-১৬ শিক্ষাবর্ষেও ৫টি ইউনিটে একই সময়ে ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। ফলে দুই বিশ্ববিদ্যালয়ে আবেদন করেও হাজার হাজার শিক্ষার্থীকে যে কোনো একটিতে ভর্তি পরীক্ষায় অংশ নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে হয়। এবছর এখনও পূর্ণাঙ্গ সময়সূচি ঘোষণা করা না হলেও ভৌগোলিক দূরত্বের কারণে অন্তত দু'-তিন দিন সময়ের ব্যবধান না রাখলে এক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়ে পরীক্ষা দেয়া অসম্ভব। কিন্তু এসব বিষয় চিন্তা না করেই ৮ জুন রাবির ভর্তি পরীক্ষা উপ-কমিটি ২২-২৬ অক্টোবর ভর্তি পরীক্ষা গ্রহণের ঘোষণা দেয়। দু'দিন পর ১০ জুন চবির ভর্তি পরীক্ষা উপ-কমিটি ২২-৩০ অক্টোবর পর্যন্ত পরীক্ষা নেয়ার ঘোষণা দেয়।

জানতে চাইলে চবির রেজিস্ট্রার কামরুল হুদা বলেন, 'প্রাথমিকভাবে ২২-৩০ অক্টোবর পরীক্ষা নেয়ার তারিখ ঘোষণা করা হয়েছে। যদি অন্যদের সঙ্গে সাংঘর্ষিক হয়, তবে অবশ্যই বিশ্ববিদ্যালয় পরিষদের সভায় তা নিয়ে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা করা হবে। তবে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভুলের কারণে এমনটি হচ্ছে গত দুই বছর ধরে।'

রাবির উপ-রেজিস্ট্রার এইচএম আসলাম হোসেন (একাডেমিক শাখা) বলেন, 'যাতে অন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে না মিলে যায়, সেজন্য আমরা দ্রুত তারিখ ঘোষণা করেছি। আমরা ৮ জুন ঘোষণা করেছি, তারা ১০ জুন করেছে। এখানে স্পষ্ট তাদের সিদ্ধান্ত নেয়ায় সমস্যা। আমরা এখানে দায়ী নন। আশা করি তারা তাদের সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করবে।'